দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের সমস্যার সমাধান চাই

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩টি মেডিকেল কলেজ। এগুলোর মধ্যে কুমিল্লা, কলেজের হাজারো সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(১)নঃমঃ ঃপঅরতে (এনাটমি) বিভাগের মাত্র একজন সহ-অধ্যাপক ও দু'জন প্রভাষক। Physiology (ফিজিওলজি) বিভাগেরও একই অবস্থা। Bichemistry (বায়োক্যামিস্ট্রি) বিভাগের কোন অধ্যাপক নেই; মাত্র একজন প্রভাষক। কমঃ মেডিসিন বিভাগেরও মাত্র একজন অধ্যাপক। কাজেই চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক সংখ্যা এখানে নেই। ফলে ক্লাসের মান নিম্নতর এবং নিয়ম অনুযায়ী ক্লাস হয় না। এদের মধ্যে দু'জন অধ্যাপক ঢাকা থেকে গিয়ে ক্লাস করেন। কারণ কলেজে শিক্ষকদের জন্যও কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দান ও তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অনুরোধ করছি।

(২) মেডিকেল শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিসেকশন। আর ডিসেকশনের জন্য এখানে Dead body মাত্র একটা যা পূর্বেই ডিসেকশন করা। অতএব কমপক্ষে চারটি Dead bdy প্রয়োজন।

(৩) কলেজে কোন গ্যালারী নেই। মাত্র দু'টি ক্লাস রুম। এখানে একই সাথে লেকচার ক্লাস, ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাস, টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়। প্যাকটিক্যাল রুমে দরকারী সরঞ্জাম নেই। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস একত্রে হওয়ায় শিক্ষকদের বোঝাতেও অসুবিধা হয়। তাই গ্যালারী তৈরী করতে হবে এবং ক্লাস রুম অবশ্যই বাড়াতে হবে।

(৪) সর্বমোট ১০ কক্ষবিশিষ্ট দু'তলা ভবনে চারটি বিভাগের কক্ষ, অধ্যক্ষের কক্ষ, প্রভাষক কক্ষ, অফিস, প্যাকটিক্যাল ও ক্লাস রুম অবস্থিত। ফলে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অতএব, কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক ভবন তৈরী করতে হবে।

(৫) এক বছর পর কলেজের ২য় বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করবে। তৃতীয় বর্ষের জন্য নতুন চারটি বিভাগ দরকার। কলেজ স্থাপনের পর এ পর্যন্ত কলেজে একটি ইটও গাঁথা হয়নি। হয়নি কোন প্রকার উন্নয়ন। তাহলে ৩য় বর্ষের কপালে কি জুটবে?

(৬) আবাসিক হল ছাড়া মেডিকেল শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা অবান্তর। অথচ কলেজে আবাসিক কোন ছাত্রাবাস নেই। ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা করা গেলেও ৬৫ জন ছাত্রের আবাসিক হল নেই। ৩০ জন ছাত্র একটি ভাড়া করা বাসায় থাকে। বাকি ৩৫ জন ছাত্র স্থানীয় পুরাতন হাই কোর্ট ভবনে থাকে। সেখানে—

(ক) ময়লা-আবর্জনা জমে আছে।

(খ) পানির ব্যবস্থা নেই। খাবার পানি দূরের হোটেল থেকে আনতে হয়।

(গ) ডাইনিং-এর ব্যবস্থা নেই। এক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হোটেল থেকে খাবার খেতে হয়।

(ঘ) বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। একটা মাত্র কমন টয়লেট সবাইকে ব্যবহার করতে হয়।

(ঙ) হাই কোর্ট ভবন কলেজ থেকে অনেক দূরে। অথচ যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই।

মোট কথা, হলে থাকার অবস্থা একেবারেই অসহনীয়। এ কথায় বলা চলে, মেডিকেলে পড়ার কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধাই এখানে নেই, সুন্দর পরিবেশও নেই।

আমদের দৃঢ় বিশ্বাস কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেন নির্বাক?

আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।